কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম)

মেকআপ আর্ট

লেভেল - ০২

মডিউল শিরোনামঃ মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করণ

(Module: : Recognizing History of Makeup art)

মডিউল কোড: OU-IS-MA-L2-01-V1

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ।
১১-১২ তলা, বিনিয়োগ ভবন
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: ec@nsda.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.nsda.gov.bd
ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল: http:\\skillsportal.gov.bd

এই কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালটির (সিবিএলএম) স্বত্ব জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর নিকট সংরক্ষিত। এনএসডিএ-এর যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কোন পক্ষ এ সিবিএলএমটির কোন রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে না।

"**মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করণ** " সিবিএলএমটি এনএসডিএ কর্তৃক অনুমোদিত মেকআপ আর্ট লেভেল-২ অকুপেশনের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মেকআপ আর্ট লেভেল-২ স্ট্যান্ডার্ডটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছেই

ইনস্ট্রাকশনাল এক্টিভিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সিবিএলএম ডেভেলপার/শিক্ষক/প্রশিক্ষক/এসেসর এ সিবিএলএমটিকে মূল রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করবে। এটি প্রশিক্ষার্থী, প্রশিক্ষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ডকুমেন্ট।

এ ডকুমেন্টটি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক/পেশাজীবীর দ্বরা এনএসডিএ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

এনএসডিএ স্বীকৃত দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি-এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মেকআপ আর্ট লেভেল-২কোর্সের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য এ সিবিএলএমটি ব্যবহার করতে পারবে।

---------- তারিখে অনুষ্ঠিত ----------কর্তৃপক্ষ সভায় অনুমোদিত।

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

এই মডিউলে প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো প্রশিক্ষণার্থীকে সম্পন্ন করতে হবে। এই মডিউল সফলভাবে শেষ করলে আপনি মেকআপ শিল্পের ইতিহাস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এই মডিউলে মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারা, মেকআপের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারা এবং মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতাসমূহ রয়েছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার দক্ষতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একজন দক্ষ মেকআপ আর্টিস্ট এর জন্য যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন তা এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই মডিউলে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য আপনাকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে বা অন্যত্র সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্ণিত শিখনফল তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশিষ্ট অনুশীলন ও সম্পন্ন করতে হবে।

শিখন কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য "শিখন কার্যক্রম" অংশটি অনুসরণ করুন। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্র, তথ্যপত্র, কার্যক্রম পত্র, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্যে শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ আপনার সক্ষমতা অর্জন অনুশীলনের রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে।

তথ্যপত্রটি পড়ুন। এতে কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার ধারণা পাওয়া যাবে। 'তথ্যপত্রটি' পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক শীট' এ উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। শিখন গাইডের তথ্যপত্রটি অনুসরণ করে 'সেলফ চেক শিট' সমাপ্ত করুন। 'সেলফ চেক' শীটে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক হয়েছে কি না তা জানার জন্য 'উত্তর পত্র' দেখুন।

জব শীটে নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করুন। এখানেই আপনি নতুন সক্ষমতা অর্জনের পথে আপনার নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে ফ্যাসিলিটেটরকে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবেন না।

এই শিখন গাইডে নির্দেশিত সকল কাজ শেষ করার পর অর্জিত সক্ষমতা মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হবেন যে, আপনি পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য কতটুকু উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সব সক্ষমতা অর্জন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য মডিউলের শেষে সক্ষমতা মান এর একটি চেকলিস্ট দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি কেবলমাত্র আপনার নিজের জন্য।

সূচিপত্র

কপিরাইট ii

সক্ষমতাভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা vi

মডিউল কন্টেন্ট ১

শিখনফল (Learning Outcome)- ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে ২

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা ৩

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা ৪

সেলফ চেক (Self Check)- ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা ১২

উত্তরপত্র (Answer Key)-১÷মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন ১৩

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.১ : মেকআপের যুগ অনুসারে ছবি মেলানো ১৪

শিখনফল (Learning Outcome)- ২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৫

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা ১৬

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা ১৭

সেলফ চেক (Self Check)- ২: মেকআপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা ২৬

উত্তরপত্র (Answer Key)-২: মেকআপ ব্যাখ্যা করা ২৭

জব-শিট (Job Sheet) - ২.১ : মেকআপের ধরণ অনুযায়ী ছবি মেলানো ২৮

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ২.১ : মেকআপের ধরণ অনুযায়ী ছবি মেলানো ২৯

শিখনফল (Learning Outcome)- ৩ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩০

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা ৩১

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা ৩২

সেলফ চেক (Self Check)- ৩: মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা ৩৮

উত্তরপত্র (Answer Key)-৩: মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা ৩৯

জব-শিট (Job Sheet) - ৩.১ : মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা করা ৪০

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ : মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা করা ৪১

জব-শিট (Job Sheet) - ৩.২ : মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন ৪২

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ : মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন ৪৪

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency) ৪৫

সিবিএলএম প্রনয়ন ৪৬

রেফারেন্স ৪৭

মডিউল কন্টেন্ট

ইউ ও সি শিরোনাম	**মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন (Recognize History of Makeup art)**
ইউ ও সি কোড	**OU-IS-MA-01-L2-BN-V1**
মডিউল শিরোনাম	**মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা**
মডিউলের বর্ণনা	মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ (কেএসএ) সম্পর্কিত এক্টিভিটিগুলো এই মডিউল-এ অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এতে মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারা, মেকআপের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারা এবং মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নমিনাল সময়	**১০ ঘন্টা**
শিখনফল	মডিউলটির প্র্যাকটিস শেষ করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নবর্ণিত জবগুলো করতে সমর্থ হবে: ১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. মেকআপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (Assessment Criteria):

১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।
২. মেকআপের বিভিন্ন যুগের বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছে।
৩. মেকআপ কী, তা সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম হয়েছে।
৪. বিভিন্ন ধরনের মেকআপ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।
৫. মেকআপের উৎপত্তি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।
৬. মেকআপ শিল্পীর নীতিগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।
৭. মেকআপের কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।
৮. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছে।
৯. মেকআপ সেলুন এর পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।
১০. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

শিখনফল (Learning Outcome)- ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে ২. মেকআপের প্রারম্ভিক যুগের বিষয়সমূহ বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. ব্যাক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ৩. টুলস ৪. ইকুইপমেন্ট ৫. ম্যাটেরিয়ালস ৬. সিবিএলএম ৭. হ্যান্ডআউটস ৮. ল্যাপটপ ৯. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ১০. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ১১. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ১২. ওডিও ভিডিও ডিভাইস ১৩. ইন্টারনেট সুবিধা
বিষয়বস্তু	১. মেকআপের ইতিহাস ২. মেকআপ যুগের প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ
এক্টিভিটি	১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. প্রশিক্ষণার্থীগন কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের "মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা" শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ১ : মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ১ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ১ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.১ : মেকআপের যুগ অনুসারে ছবি মেলানো

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যসমূহ কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

১.১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে
১.২. মেকআপের প্রারম্ভিক যুগের বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে

১.১. মেকআপের ইতিহাস

মেকআপের ইতিহাস

মেকআপের ইতিহাস হল একটি বিস্তৃত ও মনোগ্রাহী ক্ষেত্র, যা প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু হয়ে আধুনিক সময়ের জটিল শৈলী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন কালে, মেকআপ মানুষের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় চর্চার এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য হত। এটি সৌন্দর্য বর্ধন, শক্তি ও সুরক্ষা প্রদান, এবং ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের মাধ্যম ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা চোখে কাজল এবং মুখে রংধনুর বিভিন্ন রং প্রয়োগ করত, যা তাদের বিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থানকে প্রকাশ করত। এরপর গ্রিস ও রোমের সময়ে, মেকআপ আরও ব্যাপক ও উন্নত হয়ে ওঠে, যেখানে তারা শারীরিক আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার পণ্য ব্যবহার করত। এই উদ্দীপনা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছিল এবং মধ্যযুগে এসে ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায় আসে। আধুনিক যুগে এসে, মেকআপ কেবল সৌন্দর্য চর্চার উপাদান হিসেবে নয়, বরং আত্ম-প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমানে, মেকআপ শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে, যেখানে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও শৈলীর সংযোজন হচ্ছে, এবং এটি এখন বিশ্বব্যাপী একটি বহুমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

১.২. মেকআপের বিভিন্ন যুগের বর্ণনা

<u>প্রাচীন মিশর</u>

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি। এই সভ্যতার মানুষ শুধুমাত্র স্থাপত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে দক্ষ ছিল না, বরং তারা সৌন্দর্যবোধেও সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা মেকআপকে কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম হিসেবে দেখত না, বরং এটিকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রীতিনীতির সাথেও যুক্ত করে বিশ্বাস করত।

চোখের মেকআপ: রহস্য ও সুরক্ষার প্রতীক: প্রাচীন মিশরীয়দের মেকআপের কেন্দ্রবিন্দু ছিল চোখ। তারা বিশ্বাস করত যে চোখ হলো আত্মার প্রবেশদ্বার এবং মন্দ শক্তি থেকে রক্ষা করার জন্য এগুলিকে সাজানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজল, যা "কোহল" নামেও পরিচিত, ছিল মিশরীয়দের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় মেকআপ উপাদান। তারা কালো ও সবুজ রঙের কাজল ব্যবহার করত, যা তাদের চোখকে আরও বড় ও আকর্ষণীয় করে তুলত।

মুখের মেকআপ: রঙের মেলবন্ধন: চোখের পাশাপাশি, মিশরীয়রা মুখের মেকআপেও বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করত। ঠোঁট লাল করার জন্য তারা লাল ও গোলাপি রঙের রঞ্জক ব্যবহার করত। মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য তারা সাদা রঙের পাউডার ব্যবহার করত।

উপাদান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের মেকআপ তৈরিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করত। কাজল তৈরির জন্য তারা কয়লা, সীসা, এবং খনিজ পদার্থ ব্যবহার করত। ঠোঁট লাল করার জন্য তারা ওখরা, লাল মাটি, এবং এমনকি কিছু ধরনের পোকামাকড়ের রক্ত ব্যবহার করত। মেকআপ প্রয়োগ করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করত, যেমন কাঠের বা হাতির দাঁতের তৈরি ছোট্ট ব্রাশ এবং লাঠি।

মেকআপের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব: প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মেকআপ তাদের দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি উপায়। তারা বিশ্বাস করত যে দেবদেবীরা সুন্দর ও আকর্ষণীয়, এবং তাদের মতো দেখাতে মেকআপ ব্যবহার করত।

প্রাচীন মিশরের মেকআপ ছিল কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি ছিল রহস্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং আত্ম-প্রকাশের একটি জটিল মিশ্রণ।

প্রাচীন গ্রিস: দেবদেবীদের অনুকরণে সৌন্দর্য ও শৈল্পিকতার প্রকাশ

প্রাচীন গ্রিসের সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী সভ্যতা। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি, গ্রীকরা সৌন্দর্য ও শৈল্পিকতার প্রতিও গভীর আগ্রহী ছিল। তাদের মেকআপ শিল্প ছিল এই আগ্রহের একটি প্রতিফলন, যা দেবদেবীদের অনুকরণে তৈরি করা হত।

ত্বকের উজ্জ্বলতা: দেবদেবীদের মতো উজ্জ্বল: প্রাচীন গ্রিক নারীরা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও সুন্দর চেহারা তৈরির জন্য বিশেষ যত্ন নিত। তারা "প্লাস্টার" নামে পরিচিত একটি মিশ্রণ ব্যবহার করত, যা চুনাপাথর ও লেড দিয়ে তৈরি করা হত। এই মিশ্রণ ত্বকে প্রয়োগ করলে তা উজ্জ্বল ও মসৃণ দেখাত।

চোখের সাজ: আকর্ষণ ও রহস্যের মেলবন্ধন: চোখের সাজ গ্রীক মেকআপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। নারীরা তাদের চোখকে আরও বড় ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কালো আইলাইনার ব্যবহার করত। তারা বিভিন্ন রঙের আইশ্যাডোও ব্যবহার করত, যেমন নীল, সবুজ, এবং লাল।

ঠোঁটের রঙ: সৌন্দর্য ও আবেগের প্রকাশ: গ্রীক নারীরা ঠোঁটের রঙ ব্যবহার করে তাদের সৌন্দর্য ও আবেগ প্রকাশ করত। তারা লাল, গোলাপি, এবং বেরগামি রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করত।

উপাদান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রাচীন গ্রীকরা তাদের মেকআপ তৈরিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করত। চুনাপাথর ও লেড ছাড়াও, তারা জলপাই তেল, মধু, এবং মৌমাকি ব্যবহার করত। মেকআপ প্রয়োগ করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করত, যেমন ছোট্ট ব্রাশ, স্পঞ্জ, এবং কাঠের লাঠি।

মেকআপের সামাজিক গুরুত্ব: প্রাচীন গ্রিসে মেকআপ কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম ছিল না, বরং এটি সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতীকও ছিল। উচ্চবিত্ত নারীরা তাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রদর্শনের জন্য বিলাসবহুল মেকআপ ব্যবহার করত।

প্রাচীন গ্রিসের মেকআপ শিল্প ছিল সৌন্দর্য, শৈল্পিকতা, এবং দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধার একটি মিশ্রণ। আজকের দিনেও, গ্রীক মেকআপ শৈলী আমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সৌন্দর্যের নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে সাহায্য করে।

প্রাচীন রোম: সামাজিক মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মেকআপ

প্রাচীন রোমের সভ্যতা ছিল শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির একটি প্রতীক। এই সভ্যতার মানুষ শুধুমাত্র যুদ্ধে দক্ষ ছিল না, বরং তারা সৌন্দর্য ও শৈল্পিকতার প্রতিও গভীর আগ্রহী ছিল। তাদের মেকআপ শিল্প ছিল এই আগ্রহের একটি প্রতিফলন, যা সামাজিক মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

মুখের ত্বকের যত্ন: উজ্জ্বলতা ও নিখুঁততা: প্রাচীন রোমানরা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও নিখুঁততা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিত। তারা "ceruse" নামে পরিচিত একটি সাদা রঙের পাউডার ব্যবহার করত, যা সীসা ও চুনাপাথর দিয়ে তৈরি করা হত। এই পাউডার ত্বকে প্রয়োগ করলে তা উজ্জ্বল ও মসৃণ দেখাত।

চোখের সাজ: রহস্য ও আকর্ষণের মিশ্রণ: চোখের সাজ রোমান মেকআপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। নারীরা তাদের চোখকে আরও বড় ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কালো আইলাইনার ব্যবহার করত। তারা বিভিন্ন রঙের আইশ্যাডোও ব্যবহার করত, যেমন নীল, সবুজ, এবং লাল।

ঠোঁটের রঙ: সৌন্দর্য ও আবেগের প্রকাশ: রোমান নারীরা ঠোঁটের রঙ ব্যবহার করে তাদের সৌন্দর্য ও আবেগ প্রকাশ করত। তারা লাল, গোলাপি, এবং বেরগামি রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করত।

পুরুষদের মেকআপ: সামাজিক মর্যাদার প্রতীক: প্রাচীন রোমের সমাজে, উচ্চ শ্রেণীর পুরুষরাও তাদের মুখের ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য মেকআপ ব্যবহার করত। তারা "ceruse" ব্যবহার ছাড়াও, "rouge" নামে পরিচিত একটি লাল রঙের পাউডার ব্যবহার করত, যা তাদের মুখকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলত।

উপাদান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রাচীন রোমানরা তাদের মেকআপ তৈরিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করত। সীসা, চুনাপাথর, জলপাই তেল, মধু, এবং মৌমাকি ছিল তাদের মেকআপের প্রধান উপাদান। মেকআপ প্রয়োগ করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করত, যেমন ছোট্ট ব্রাশ, স্পঞ্জ, এবং কাঠের লাঠি।

মেকআপের সামাজিক গুরুত্ব: প্রাচীন রোমে মেকআপ কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম ছিল না, বরং এটি সমাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতীকও ছিল। উচ্চ শ্রেণীর মানুষরা তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বিলাসবহুল মেকআপ ব্যবহার করত।

ক্লাসিক যুগ: মেকআপ শিল্পের উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য

ক্লাসিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ ৫ম শতাব্দী) ছিল মেকআপ শিল্পের উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এই সময়ে, মেকআপ কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম ছাড়িয়ে গিয়ে সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, এবং এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।

উন্নত প্রযুক্তি ও নতুন আবিষ্কার: ক্লাসিক যুগে মেকআপ তৈরিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের ব্যবহার শুরু হয়। গ্রীক ও রোমানদের তৈরি মেকআপ পণ্যগুলি আরও উন্নত ও টেকসই হয়ে ওঠে। চোখের সাজ, ঠোঁটের রঙ, এবং ত্বকের যত্নের জন্য নতুন নতুন পণ্য তৈরি করা হয়।

সৌন্দর্য প্রকাশের নতুন নতুন উপায়: ক্লাসিক যুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য প্রকাশের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। তারা বিভিন্ন রঙের মেকআপ ব্যবহার করে, বিভিন্ন ধরনের চুলের স্টাইল তৈরি করে, এবং গহনা ও পোশাকের মাধ্যমে তাদের সৌন্দর্য বর্ধন করে।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মেকআপ: ক্লাসিক যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মেকআপ ব্যবহারের রীতিনীতি ভিন্ন ছিল। গ্রীকরা স্বাভাবিক ও সুন্দর চেহারার উপর জোর দিত, যখন রোমানরা আরও নাটকীয় ও আকর্ষণীয় চেহারা পছন্দ করত। মিশরীয়রা মেকআপকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করে বিশ্বাস করত।

ক্লাসিক যুগ মেকআপ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল ছিল। এই সময়ে মেকআপ আরও উন্নত ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে এবং সৌন্দর্য প্রকাশের নতুন নতুন উপায় তৈরি করা হয়। ক্লাসিক যুগের মেকআপ শিল্প আজকের দিনেও আমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সৌন্দর্যের নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে সাহায্য করে।

মধ্যযুগ: মেকআপ ব্যবহারের হ্রাস ও সীমাবদ্ধতা

মধ্যযুগ (৫ম শতাব্দী থেকে ১৫ম শতাব্দী) ছিল মেকআপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের সময়কাল। এই সময়ে, ধর্মীয় নিয়মাবলী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে মেকআপ ব্যবহার কিছুটা হ্রাস পায় এবং অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।

ধর্মীয় নিয়মাবলীর প্রভাব: খ্রিস্টধর্মের উত্থানের সাথে সাথে, মেকআপ ব্যবহারকে প্রায়শই অপবিত্র ও পাপের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হত। ধর্মীয় নেতারা মেকআপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং এটিকে আত্মার ভ্রষ্টতার প্রতীক হিসেবে দেখায়।

সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা: মধ্যযুগে, সৌন্দর্যের ধারণা পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক ও সাদাসিধা চেহারার উপর জোর দেওয়া হয়, এবং মেকআপ ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় ও অপচয় বলে মনে করা হয়।

রাজকীয় ও অভিজাত শ্রেণীর মেকআপ ব্যবহার: যদিও মধ্যযুগে মেকআপ ব্যবহার হ্রাস পায়, তবে রাজকীয় ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এটি সীমিত আকারে ব্যবহৃত হত। তারা সাদা ত্বক, লাল ঠোঁট, এবং গোলাপি গালের জন্য মেকআপ ব্যবহার করত।

মধ্যযুগ মেকআপ শিল্পের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময়কাল ছিল। ধর্মীয় নিয়মাবলী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে মেকআপ ব্যবহার হ্রাস পায় এবং অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। তবে, রাজকীয় ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মেকআপ ব্যবহার অব্যাহত থাকে। এই সময়কালের মেকআপ শিল্প আজকের দিনেও আমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সৌন্দর্যের নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে সাহায্য করে।

আধুনিক যুগ: মেকআপ শিল্পের বিস্তার ও উদ্ভাবন

আধুনিক যুগ (১৮ম শতাব্দী থেকে বর্তমান) মেকআপ শিল্পের বিস্তার ও উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এই সময়ে, ঔদ্যোগিক বিপ্লবের ফলে মেকআপ পণ্য সহজলভ্য হয় এবং সকলের জন্য বিস্তৃত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন পণ্যের উন্নতি ঘটে এবং মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন রীতি তৈরি হয়।

ঔদ্যোগিক বিপ্লবের প্রভাব: ঔদ্যোগিক বিপ্লব মেকআপ শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে মেকআপ পণ্যগুলি আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের হয়ে ওঠে। ফলে, মেকআপ ব্যবহার সকলের জন্য বিস্তৃত হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য নয়।

নতুন নতুন পণ্যের উন্নয়ন: আধুনিক যুগে মেকআপ পণ্যের অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটেছে। নতুন নতুন রঙ, টেক্সচার, এবং ফর্মুলা তৈরি করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন, কনসিলার, ব্লাশ, আইশ্যাডো, মাস্কারা, আইলাইনার, লিপস্টিক, এবং গ্লস সহ বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্য বাজারে এসেছে।

মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন রীতি: আধুনিক যুগে মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন রীতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের লুক তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্য ব্যবহার করা হয়। ন্যাচারাল লুক, গ্ল্যামারাস লুক, এবং ড্রামাটিক লুক সহ বিভিন্ন ধরনের লুক জনপ্রিয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব: আধুনিক যুগে মেকআপ শিল্প বিভিন্ন সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের নিজস্ব মেকআপ রীতিনীতি ও প্রবণতা রয়েছে।

আধুনিক যুগ মেকআপ শিল্পের জন্য একটি সোনালী সময়কাল। নতুন নতুন প্রযুক্তি, পণ্য, এবং রীতিনীতির মাধ্যমে মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আজকের দিনে, মেকআপ কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম নয়, বরং এটি আত্ম-প্রকাশ, সৃজনশীলতা, এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিকতার যুগ: মেকআপ শিল্পের বিবর্তন ও উদ্ভাবন

আধুনিকতার যুগ (২০ম শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান) মেকআপ শিল্পে অভাবনীয় বিবর্তন ও উদ্ভাবনের একটি সময়কাল। নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন, বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উন্নয়ন, এবং নতুন নতুন শৈলীর উদ্ভাবনের মাধ্যমে মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রযুক্তির প্রভাব: আধুনিক প্রযুক্তি মেকআপ শিল্পকে আমূল পরিবর্তন করেছে। উন্নত ফর্মুলা, বিশেষ প্রভাব তৈরির সরঞ্জাম, এবং ভার্চুয়াল ট্রায়াল অ্যাপের মাধ্যমে মেকআপ ব্যবহার আরও সহজ ও কার্যকর হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন ধরনের পণ্য: আজকের বাজারে বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন রঙ, টেক্সচার, এবং ফর্মুলায় তৈরি এই পণ্যগুলি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লুক তৈরি করা সম্ভব।

নতুন নতুন শৈলীর উদ্ভাবন: আধুনিক যুগে মেকআপ শিল্পে নতুন নতুন শৈলীর উদ্ভাবন ঘটেছে। ন্যাচারাল লুক, গ্ল্যামারাস লুক, ড্রামাটিক লুক, গথিক লুক, এবং কোরিয়ান মেকআপ সহ বিভিন্ন ধরনের শৈলী জনপ্রিয়।

ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতার মাধ্যম: আজকের দিনে মেকআপ কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতার প্রকাশের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেকআপ ব্যবহার করে ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিত্ব, আবেগ, এবং মেজাজ প্রকাশ করতে পারে।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: আধুনিক যুগে মেকআপ শিল্প বিভিন্ন সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের নিজস্ব মেকআপ রীতিনীতি ও প্রবণতা রয়েছে।

আধুনিকতার যুগে মেকআপ শিল্প অভাবনীয় উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি, পণ্য, এবং শৈলীর মাধ্যমে মেকআপ ব্যবহারের নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মেকআপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সেলফ চেক (Self Check)- ১: মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ০১: প্রাচীন মিশরে মেকআপ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন ০২: প্রাচীন গ্রিস ও রোমে মেকআপ কিভাবে ভিন্ন ছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন ০৩: মধ্যযুগে মেকআপের ব্যবহার কেন কমে গিয়েছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন ০৪: আধুনিক যুগে মেকআপ পণ্যের উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে?
উত্তর:

প্রশ্ন ০৫: আধুনিকতার যুগে মেকআপ শিল্প কিভাবে বিকশিত হচ্ছে?
উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)-১÷মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করুন

প্রশ্ন ০১: প্রাচীন মিশরে মেকআপ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

উত্তর: প্রাচীন মিশরে মেকআপ সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি সুরক্ষা এবং ধর্মীয় প্রথায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি তাদের বিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল।

প্রশ্ন ০২: প্রাচীন গ্রিস ও রোমে মেকআপ কিভাবে ভিন্ন ছিল?

উত্তর: প্রাচীন গ্রিসে মেকআপ মুখের ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ব্যবহার হত, যেখানে রোমে এটি সামাজিক স্ট্যাটাস প্রকাশের মাধ্যম ছিল।

প্রশ্ন ০৩: মধ্যযুগে মেকআপের ব্যবহার কেন কমে গিয়েছিল?

উত্তর: মধ্যযুগে ধর্মীয় নিয়মাবলীর কারণে মেকআপের ব্যবহার কমে যায় এবং এটি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ০৪: আধুনিক যুগে মেকআপ পণ্যের উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে?

উত্তর: আধুনিক যুগে মেকআপ পণ্যের উন্নয়নে ঔদ্যোগিক বিপ্লব একটি প্রধান ভূমিকা রাখে, যা মেকআপ পণ্যগুলোকে আরও বিস্তৃত ও উন্নত করে।

প্রশ্ন ০৫: আধুনিকতার যুগে মেকআপ শিল্প কিভাবে বিকশিত হচ্ছে?

উত্তর: আধুনিকতার যুগে মেকআপ শিল্পে নানা নতুন প্রযুক্তি ও শৈলীর সংযোজন ঘটছে, যা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সহায়তা করছে।

টাস্ক শিট (Task Sheet)- ১.১ : মেকআপের যুগ অনুসারে ছবি মেলানো

নিম্নের টেবিল এ মেকআপের যুগ অনুযায়ে ছবি কলমের মাধ্যমে যুক্ত করুন

যুগ	সম্পর্কিত ছবি
প্রাচীন মিশর যুগ	
প্রাচীন গ্রিস যুগ	
প্রাচীন রোম যুগ	
ক্লাসিক যুগ	
মধ্যযুগ	
আধুনিকতার যুগ	

শিখনফল (Learning Outcome)- ২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	মেকআপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ২। মেকআপের ধরণ চিহ্নিত করা হয়েছে ৩। মেকআপের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে ১. ৪। মেকআপ শিল্পীর মূলনীতি চিহ্নিত করা হয়েছে
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. ইকুইপমেন্ট ৩. ম্যাটেরিয়ালস ৪. সিবিএলএম ৫. হ্যান্ডআউটস ৬. ল্যাপটপ ৭. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৮. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ৯. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ১০. ওডিও ভিডিও ডিভাইস
বিষয়বস্তু	১. মেকআপের সংজ্ঞা ২. মেকআপের ধরণ ৩. মেকআপের উৎস ৪. মেকআপ শিল্পীর মূলনীতি
এক্টিভিটি	১. মেকআপের ধরণ তালিকাভুক্ত করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
১. প্রশিক্ষণার্থীগন কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের “মেকআপ ব্যাখ্যা করা” শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
২. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	২. ইনফরমেশন শিট ২ : মেকআপ ব্যাখ্যা করা
৩. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৩. সেল্ফ-চেক শিট ২ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ২ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৪. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৪. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব-শিট (Job Sheet) - ২.১ : মেকআপের ধরণ অনুযায়ী ছবি মেলানো

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : মেকআপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যসমূহ কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

২.১. মেকআপকে সংজ্ঞায়িত
২.২. মেকআপের ধরণ চিহ্নিত
২.৩. মেকআপের উৎস চিহ্নিত করা
২.৪. মেকআপ শিল্পীর মূলনীতি চিহ্নিত করা

২.১. মেকআপ সংজ্ঞায়িত

মেকআপ হলো রঙ, পণ্য, এবং কৌশলের সমন্বয় যা মুখ, চোখ, এবং ঠোঁট সাজাতে ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো চেহারা উন্নত করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা।

মেকআপের ইতিহাস বেশ পুরোনো। প্রাচীন মিসরীয়রা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ত্বক, চোখ, এবং ঠোঁট সাজাতে সূরমা, কাজল, এবং লাল রঙ ব্যবহার করত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমেও সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য মেকআপ ব্যবহার করা হত।

আজকের দিনে মেকআপ শিল্প অভাবনীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্য, রঙ, এবং কৌশল বাজারে পাওয়া যায়। মেকআপ ব্যবহার করে ব্যক্তিরা তাদের পছন্দের যেকোনো লুক তৈরি করতে পারে।

মেকআপের কিছু প্রধান উপাদান:

- **ফাউন্ডেশন:** ত্বকের রঙ সমান করতে এবং ত্রুটি ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **কনসিলার:** চোখের নিচের কালো দাগ, দাগ, এবং অ imperfections ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **ব্লাশ:** গালে রঙ লাগিয়ে মুখে মাত্রা যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
- **আইশ্যাডো:** চোখের পাতায় বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে চোখের আকৃতি হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **আইলাইনার:** চোখের উপর কালো বা অন্য রঙের রেখা টেনে চোখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।
- **মাস্কারা:** চোখের eyelashes লম্বা, ঘন, এবং কালো করতে ব্যবহৃত হয়।
- **লিপস্টিক:** ঠোঁটে রঙ লাগাতে ব্যবহৃত হয়।
- **লিপগ্লস:** ঠোঁটে চকচকে ভাব আনতে ব্যবহৃত হয়।
- **পাউডার:** মেকআপ সেট করতে এবং ত্বককে ম্যাট লুক দিতে ব্যবহৃত হয়।
- **ব্রোঞ্জার:** মুখের নির্দিষ্ট অংশে গভীরতা যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
- **হাইলাইটার:** মুখের উঁচু অংশে আলো ফেলে মুখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।

এটি অনেক ধরণের হতে পারে:

যুগের মেকআপ: এই ধরনের মেকআপে বিশেষ ঐতিহাসিক সময়কালের সাজসজ্জার শৈলী অনুকরণ করা হয়, যেমন রোমান বা ভিক্টোরিয়ান যুগ। এটি থিয়েটার, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য পারফর্মিং আর্টসে ব্যবহৃত হয়।	
ক্যাজুয়াল মেকআপ: দৈনিক জীবনে ব্যবহারের জন্য হালকা এবং স্বাভাবিক দেখতে মেকআপ যা ত্বকের স্বাভাবিক টোনকে উন্নত করে।	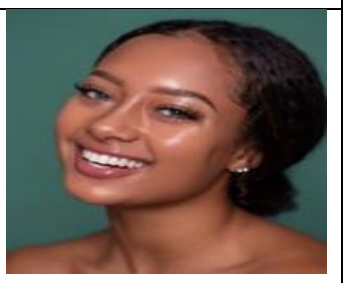
ব্রাইডাল মেকআপ: বিয়ের দিনে বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং ছবি উপযোগী হয়। এই মেকআপ বর বা কনের সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।	
মিডিয়া মেকআপ: এই ধরণের মেকআপ বিশেষভাবে ক্যামেরা ও আলোর জন্য অনুকূলিত হয়, যা টেলিভিশন বা ফিল্ম শূটিংয়ে ব্যবহৃত হয়।	
বিশেষ দিনের মেকআপ: বিভিন্ন উৎসব বা ঘটনাবলী উপলক্ষে বিশেষ ধরণের মেকআপ যা দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় হয়।	

পরীক্ষামূলক মেকআপ: সৃজনশীল মেকআপ শিল্পীরা ঐতিহ্যগত বাধাগুলি অতিক্রম করে নতুন ধারণা ও পদ্ধতি পরীক্ষা করে থাকেন।	

২.২. মেকআপের প্রকারভেদ

মেকআপ বিভিন্ন ধরনের হয় যা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন হয়। প্রধান ধরনগুলো হল

জলরোধী মেকআপ (Waterproof Makeup): গ্রীষ্মের জন্য আদর্শ

জলরোধী মেকআপ হলো এমন ধরনের মেকআপ যা পানি ও ঘামের প্রভাবে নষ্ট হয় না। এটি তৈরি করা হয় বিশেষ উপাদান দিয়ে যা জলের সাথে মিশে না এবং ত্বকের উপরে একটি স্থায়ী স্তর তৈরি করে।

জলরোধী মেকআপ ব্যবহারের সুবিধা

- **স্থায়িত্ব:** জলরোধী মেকআপ পানি ও ঘামের প্রভাবে নষ্ট হয় না, তাই এটি গরমের দিনে, সাঁতার কাটার সময়, বা দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকার সময় ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
- **স্মজ-প্রুফ:** জলরোধী মেকআপ স্মজ-প্রুফও বটে, তাই এটি দিনভর টিকে থাকে এবং মুখে ছোপানোর সম্ভাবনা কম থাকে।
- **আর্দ্রতা প্রতিরোধী:** জলরোধী মেকআপ আর্দ্রতা প্রতিরোধীও বটে, তাই এটি আর্দ্র আবহাওয়ায় ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

জলরোধী মেকআপের কিছু জনপ্রিয় ধরণ

- **জলরোধী ফাউন্ডেশন:** এটি ত্বকের রঙ সমান করতে এবং ত্রুটি ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **জলরোধী কনসিলার:** এটি চোখের নিচের কালো দাগ, দাগ, এবং imperfections ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **জলরোধী আইশ্যাডো:** এটি চোখের পাতায় বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে চোখের আকৃতি হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **জলরোধী আইলাইনার:** এটি চোখের উপর কালো বা অন্য রঙের রেখা টেনে চোখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।
- **জলরোধী মাস্কারা:** এটি চোখের eyelashes লম্বা, ঘন, এবং কালো করতে ব্যবহৃত হয়।
- **জলরোধী লিপস্টিক:** এটি ঠোঁটে রঙ লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

জলরোধী মেকআপ ব্যবহারের টিপস

- আপনার ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত জলরোধী মেকআপ নির্বাচন করুন।
- মেকআপ ব্যবহার করার আগে আপনার মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার এবং ময়েশ্চারাইজ করুন।
- একটি প্রাইমার ব্যবহার করুন যা আপনার ত্বককে মসৃণ করবে এবং মেকআপকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
- আপনার মেকআপ হালকাভাবে স্তরে স্তরে লাগান।
- জলরোধী মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করে মেকআপ তুলে ফেলুন।

জলরোধী মেকআপ গ্রীষ্মকালীন দিনে বা স্পোর্টস ইভেন্টে ব্যবহারের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। এটি আপনার মেকআপ দিনভর স্থায়ী রাখতে এবং পানি ও ঘামের প্রভাবে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ (Long-lasting Makeup): দীর্ঘ কর্মঘণ্টার জন্য আদর্শ

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ হলো এমন ধরনের মেকআপ যা দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকে থাকে। এটি তৈরি করা হয় বিশেষ উপাদান দিয়ে যা ত্বকের সাথে ভালোভাবে আঁটসাঁটভাবে লেগে থাকে এবং দিনভর স্থায়ী থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ ব্যবহারের সুবিধা

- **স্থায়িত্ব:** দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকে থাকে, তাই এটি দীর্ঘ কর্মঘণ্টার জন্য আদর্শ।
- **স্মজ-প্রুফ:** দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ স্মজ-প্রুফও বটে, তাই এটি দিনভর টিকে থাকে এবং মুখে ছোপানোর সম্ভাবনা কম থাকে।
- **হিট-প্রুফ:** দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ হিট-প্রুফও বটে, তাই এটি গরমের দিনে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপের কিছু জনপ্রিয় ধরণ

- **দীর্ঘস্থায়ী ফাউন্ডেশন:** এটি ত্বকের রঙ সমান করতে এবং ত্রুটি ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **দীর্ঘস্থায়ী কনসিলার:** এটি চোখের নিচের কালো দাগ, দাগ, এবং imperfections ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **দীর্ঘস্থায়ী আইশ্যাডো:** এটি চোখের পাতায় বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে চোখের আকৃতি হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **দীর্ঘস্থায়ী আইলাইনার:** এটি চোখের উপর কালো বা অন্য রঙের রেখা টেনে চোখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।
- **দীর্ঘস্থায়ী মাস্কারা:** এটি চোখের eyelashes লম্বা, ঘন, এবং কালো করতে ব্যবহৃত হয়।
- **দীর্ঘস্থায়ী লিপস্টিক:** এটি ঠোঁটে রঙ লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ ব্যবহারের টিপস

- আপনার ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ নির্বাচন করুন।
- মেকআপ ব্যবহার করার আগে আপনার মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার এবং ময়েশ্চারাইজ করুন।
- একটি প্রাইমার ব্যবহার করুন যা আপনার ত্বককে মসৃণ করবে এবং মেকআপকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
- আপনার মেকআপ হালকাভাবে স্তরে স্তরে লাগান।
- দিনের শেষে জলরোধী মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করে মেকআপ তুলে ফেলুন।

দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ দীর্ঘ কর্মঘণ্টার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। এটি আপনার মেকআপ দিনভর স্থায়ী রাখতে এবং স্মাজ, ঘাম, এবং তাপের প্রভাবে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ (Mineral Makeup): সংবেদনশীল ত্বকের জন্য আদর্শ

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ হলো এমন ধরনের মেকআপ যা প্রাকৃতিক খনিজদ্রব্য দিয়ে তৈরি। এই খনিজদ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, জিংক অক্সাইড, এবং আয়রন অক্সাইড।

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ ব্যবহারের সুবিধা

- **প্রাকৃতিক:** মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, তাই এটি ত্বকের জন্য হালকা এবং স্বাস্থ্যকর।
- **সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযুক্ত:** মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে না এবং অ্যালার্জি বা জ্বালাপোড়ার ঝুঁকি কম।
- **পরিবেশবান্ধব:** মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর।

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপের কিছু জনপ্রিয় ধরণ

- **মিনারেল ফাউন্ডেশন:** এটি ত্বকের রঙ সমান করতে এবং ত্রুটি ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **মিনারেল কনসিলার:** এটি চোখের নিচের কালো দাগ, দাগ, এবং imperfections ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **মিনারেল আইশ্যাডো:** এটি চোখের পাতায় বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে চোখের আকৃতি হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **মিনারেল আইলাইনার:** এটি চোখের উপর কালো বা অন্য রঙের রেখা টেনে চোখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।
- **মিনারেল ব্লাশ:** গালে রঙ লাগিয়ে মুখে মাত্রা যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
- **মিনারেল লিপস্টিক:** এটি ঠোঁটে রঙ লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ ব্যবহারের টিপস

- আপনার ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ নির্বাচন করুন।
- মেকআপ ব্যবহার করার আগে আপনার মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার এবং ময়েশ্চারাইজ করুন।
- একটি প্রাইমার ব্যবহার করুন যা আপনার ত্বককে মসৃণ করবে এবং মেকআপকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
- আপনার মেকআপ হালকাভাবে স্তরে স্তরে লাগান।

- দিনের শেষে জলরোধী মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করে মেকআপ তুলে ফেলুন।

মিনারেল ভিত্তিক মেকআপ সংবেদনশীল ত্বকের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। এটি আপনার ত্বককে সুন্দর দেখাতে সাহায্য করবে এবং একই সাথে এটি স্বাস্থ্যকরও রাখবে।

তেলমুক্ত মেকআপ (Oil-free Makeup): তেলযুক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ

তেলমুক্ত মেকআপ হলো এমন ধরনের মেকআপ যা তেল-মুক্ত উপাদান দিয়ে তৈরি। এটি তেলযুক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ কারণ এটি ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে না এবং ব্রণের ঝুঁকি কমায়।

তেলমুক্ত মেকআপ ব্যবহারের সুবিধা

- **তেল-মুক্ত:** তেলমুক্ত মেকআপ ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে না এবং ব্রণের ঝুঁকি কমায়।
- **ম্যাট ফিনিশ:** তেলমুক্ত মেকআপ ত্বককে ম্যাট লুক দেয় এবং চকচকে ভাব কমায়।
- **দীর্ঘস্থায়ী:** তেলমুক্ত মেকআপ ত্বকে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে।

তেলমুক্ত মেকআপের কিছু জনপ্রিয় ধরণ

- **তেলমুক্ত ফাউন্ডেশন:** এটি ত্বকের রঙ সমান করতে এবং ত্রুটি ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **তেলমুক্ত কনসিলার:** এটি চোখের নিচের কালো দাগ, দাগ, এবং imperfections ঢাকতে ব্যবহৃত হয়।
- **তেলমুক্ত আইশ্যাডো:** এটি চোখের পাতায় বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে চোখের আকৃতি হাইলাইট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **তেলমুক্ত আইলাইনার:** এটি চোখের উপর কালো বা অন্য রঙের রেখা টেনে চোখকে আরও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়।
- **তেলমুক্ত ব্লাশ:** গালে রঙ লাগিয়ে মুখে মাত্রা যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।

- **তেলমুক্ত লিপস্টিক:** এটি ঠোঁটে রঙ লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

তেলমুক্ত মেকআপ ব্যবহারের টিপস

- আপনার ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত তেলমুক্ত মেকআপ নির্বাচন করুন।
- মেকআপ ব্যবহার করার আগে আপনার মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার এবং ময়েশ্চারাইজ করুন।
- একটি প্রাইমার ব্যবহার করুন যা আপনার ত্বককে মসৃণ করবে এবং মেকআপকে আরও ভালোভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
- আপনার মেকআপ হালকাভাবে স্তরে স্তরে লাগান।
- দিনের শেষে জলরোধী মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করে মেকআপ তুলে ফেলুন।

তেলমুক্ত মেকআপ তেলযুক্ত ত্বকের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। এটি আপনার ত্বককে সুন্দর দেখাতে সাহায্য করবে এবং একই সাথে এটি স্বাস্থ্যকরও রাখবে।

২.৩. মেকআপের উৎপত্তি

মেকআপের উৎপত্তি প্রাচীন মিশরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে এটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হত। মেকআপ শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধক নয়, বরং এটি সুরক্ষা প্রদান এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের মাধ্যম ছিল। মেকআপ প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ঐতিহাসিক যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে একটি বিশ্বব্যাপী শিল্পে পরিণত হয়েছে।

২.৪. মেকআপ আর্টিস্টের নীতিমালা

একজন সফল মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার জন্য কেবল মেকআপ প্রয়োগের দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়। তাদের অবশ্যই সৃজনশীল, দক্ষ, এবং পেশাদার হতে হবে।

মেকআপ আর্টিস্টের প্রধান নীতিমালাগুলির মধ্যে রয়েছে:

- **সৃজনশীলতা:** একজন মেকআপ আর্টিস্টের বিভিন্ন চেহারা তৈরি করার জন্য সৃজনশীল হওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাদের গ্রাহকের ব্যক্তিত্ব, স্টাইল এবং পছন্দের উপর ভিত্তি করে লুক তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।
- **নৈপুণ্য:** একজন মেকআপ আর্টিস্টের বিভিন্ন ধরণের মেকআপ পণ্য এবং কৌশল ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। তাদের বিভিন্ন ত্বকের ধরণ, চেহারার আকার, এবং বয়সের জন্য উপযুক্ত লুক তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।
- **পেশাদারিত্ব:** একজন মেকআপ আর্টিস্টের পেশাদার এবং সময়মত হতে হবে। তাদের গ্রাহকের সাথে ভালো যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে এবং তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে।

এছাড়াও, মেকআপ আর্টিস্টদের জন্য নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়মাবলী মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ:

- **স্যানিটেশন:** মেকআপ আর্টিস্টদের অবশ্যই তাদের কাজের সরঞ্জাম এবং সরবরাহ স্যানিটাইজ করতে হবে। এটি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে সাহায্য করবে।
- **পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার:** মেকআপ আর্টিস্টদের অবশ্যই নিরাপদভাবে মেকআপ পণ্য ব্যবহার করতে হবে। এর মানে হল তাদের অবশ্যই পণ্যগুলির লেবেলগুলি পড়তে হবে এবং নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।
- **গ্রাহকের সুরক্ষা:** মেকআপ আর্টিস্টদের অবশ্যই তাদের গ্রাহকদের সুরক্ষার যত্ন নিতে হবে। এর মানে হল তাদের অবশ্যই এমন পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে যা তাদের গ্রাহকের জন্য অ্যালার্জি বা জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে।

উচ্চ পেশাদার মান বজায় রাখা

একজন মেকআপ আর্টিস্টের উচ্চ পেশাদার মান বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হল তাদের অবশ্যই:

- **তাদের দক্ষতা উন্নত করতে থাকা:** মেকআপ শিল্প ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে, তাই মেকআপ আর্টিস্টদের অবশ্যই নতুন পণ্য এবং কৌশল সম্পর্কে জানতে থাকতে হবে।
- **তাদের পোর্টফোলিও আপডেট করা:** একজন মেকআপ আর্টিস্টের একটি শক্তিশালী পোর্টফোলিও থাকা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের কাজের মান প্রদর্শন করে।

সেলফ চেক (Self Check)- ২: মেকআপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

প্রশ্ন ১: মেকআপ কি এবং এর কয়েকটি ধরন ব্যাখ্যা করুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ২: জলরোধী এবং দীর্ঘস্থায়ী মেকআপের মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: মেকআপের উৎপত্তি কোথায় এবং এর গুরুত্ব কি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: একজন মেকআপ আর্টিস্টের প্রধান নীতিমালা কি কি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: মিনারেল মেকআপ ও তেলমুক্ত মেকআপের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ব্যবহারের উপযোগিতা কি?
উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)-২: মেকআপ ব্যাখ্যা করা

প্রশ্ন ১: মেকআপ কি এবং এর কয়েকটি ধরন ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর: মেকআপ হলো শারীরিক সৌন্দর্য বর্ধনের একটি শিল্প। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে যুগের মেকআপ, ক্যাজুয়াল মেকআপ, ব্রাইডাল মেকআপ, মিডিয়া মেকআপ, বিশেষ দিনের মেকআপ, এবং পরীক্ষামূলক মেকআপ।

প্রশ্ন ২: জলরোধী এবং দীর্ঘস্থায়ী মেকআপের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: জলরোধী মেকআপ পানি ও ঘামের প্রভাবে নষ্ট হয় না, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন দিনে বা স্পোর্টস ইভেন্টে উপযুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকে স্থায়ী হয়ে থাকে, যা দীর্ঘ কর্মঘণ্টার জন্য আদর্শ।

প্রশ্ন ৩: মেকআপের উৎপত্তি কোথায় পাওয়া যায় এবং এর গুরুত্ব কি?

উত্তর: মেকআপের উৎপত্তি প্রাচীন মিশরে পাওয়া যায়, যেখানে এটি সৌন্দর্য বর্ধন, সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় প্রথার অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল

প্রশ্ন ৪: একজন মেকআপ আর্টিস্টের প্রধান নীতিমালা কি কি?

উত্তর: একজন মেকআপ আর্টিস্টের প্রধান নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে সৃজনশীলতা, নৈপুণ্য, পেশাদারিত্ব, এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি মেনে চলা।

প্রশ্ন ৫: মিনারেল মেকআপ ও তেলমুক্ত মেকআপের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ব্যবহারের উপযোগিতা কি?

উত্তর: মিনারেল মেকআপ প্রাকৃতিক খনিজদ্রব্য দ্বারা তৈরি এবং এটি ত্বকের জন্য হালকা এবং স্বাস্থ্যকর, যা সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযুক্ত। এর স্বাভাবিক উপাদানগুলি ত্বকের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া কমাতে সাহায্য করে। তেলমুক্ত মেকআপ তেলযুক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ কারণ এটি ত্বকের চকচকে দেখা বন্ধ করে এবং ব্রণ প্রতিরোধ করে। এই ধরনের মেকআপ পরিষ্কার এবং তৈলাক্ত অনুভূতি কমাতে সাহায্য করে।

জব-শিট (Job Sheet) - ২.১ : মেকআপের ধরণ অনুযায়ী ছবি মেলানো

নিম্নের টেবিল এ মেকআপের ধরন অনুযায়ে ছবি কলমের মাধ্যমে যুক্ত করুন

যুগের মেকআপ	
ক্যাজুয়াল মেকআপ	
ব্রাইডাল মেকআপ	
মিডিয়া মেকআপ	
বিশেষ দিনের মেকআপ	
পরীক্ষামূলক মেকআপ	

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ২.১ : মেকআপের ধরণ অনুযায়ী ছবি মেলানো

প্রয়োজনীয় টুলস:

ক্রম	টুলস এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১.	কলম	স্ট্যান্ডার্ড	সেট	০১

শিখনফল (Learning Outcome)- ৩ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড	১. মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। ৩. মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৪. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শর্ত ও রিসোর্স	১. প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অথবা প্রশিক্ষণ পরিবেশ ২. টেষ্টিংযোগ্য ইউনিট ৩. টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট ৪. ইকুইপমেন্ট ৫. ম্যাটেরিয়ালস ৬. সিবিএলএম ৭. হ্যান্ডআউটস ৮. ল্যাপটপ ৯. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ১০. কাগজ, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার ১১. হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার ১২. ওডিও ভিডিও ডিভাইস
বিষয়বস্তু	১. মেকআপ কাজের সুযোগ ২. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা ৩. মেকআপ সেলুনের পরিবেশ ৪. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য
এক্টিভিটি	১। মেকআপ কাজের সুযোগসমুহ ব্যাখ্যা করুন ১. ২। মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১. আলোচনা (Discussion) ২. উপস্থাপন (Presentation) ৩. প্রদর্শন (Demonstration) ৪. নির্দেশিত অনুশীলন (Guided Practice) ৫. স্বতন্ত্র অনুশীলন (Individual Practice) ৬. প্রজেক্ট ওয়ার্ক (Project Work) ৭. সমস্যা সমাধান (Problem Solving) ৮. মাথাখাটানো (Brainstorming)
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	১. লিখিত অভীক্ষা (Written Test) ২. প্রদর্শন (Demonstration) ৩. মৌখিক প্রশ্ন (Oral Questioning) ৪. পোর্টফলিও (Portfolio)

শিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Learning Activities) -২ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা

এই শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখনফলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করুন। কার্যক্রমগুলোর জন্য বর্ণিত রিসোর্সসমূহ ব্যাবহার করুন।

শিখন কার্যক্রম **(Learning Activities)**	**উপকরণ / বিশেষ নির্দেশনা** **(Resources / Special instructions)**
৫. প্রশিক্ষণার্থীগণ কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষকের নিকট জানতে চাইবে।	৫. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের **"মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা"** শেখার জন্য উপকরণ প্রদান করবেন।
৬. ইনফরমেশন শিট পড়তে হবে।	৬. ইনফরমেশন শিট ৩ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা
৭. সেলফ চেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন এবং উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।	৭. সেল্ফ-চেক শিট ৩ -এ দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। উত্তরপত্র ৩ -এর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিশ্চিত করুন।
৮. জব/টাস্ক শিট ও স্পেসিফিকেশন শিট অনুযায়ী জব সম্পাদন করুন।	৮. নিম্নোক্ত জব/টাস্ক শিট অনুযায়ী জব/টাস্ক সম্পাদন করুন জব-শিট (Job Sheet) - ৩.১ : মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা করা জব-শিট (Job Sheet) - ৩.২ : মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন

ইনফরমেশন শিট (Information Sheet) - ২ : মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective): এই ইনফরমেশন শীট পড়ে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে, বর্ণনা করতে ও তথ্যসমূহ কাজে প্রয়োগ করতে পারবে-

৩.১. মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা
৩.২. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা বর্ণনা করা
৩.৩. মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করা
৩.৪. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা

৩.১. মেকআপ কাজের সুযোগ

মেকআপ শুধু মুখে রং করা নয়। এটি একটি কলা, যেখানে একজন শিল্পী তাঁর ব্রাশের সাহায্যে একটি ক্যানভাস, অর্থাৎ মানুষের মুখকে, একটি সুন্দর কাজে পরিণত করেন। মেকআপের ধরনও বহুবিধ। বিবাহ, ফ্যাশন শো, সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার, হ্যালোইন, এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের মেকআপ করা হয়।

মেকআপ কাজের সুযোগ কেন জনপ্রিয়?

- **সৃজনশীলতা:** মেকআপ শিল্পী হিসেবে আপনি প্রতিদিন নতুন কিছু তৈরি করার সুযোগ পাবেন।
- **বৈচিত্র্য:** মেকআপের কাজের ধরন অনেক। আপনি আপনার পছন্দমতো কাজ বেছে নিতে পারবেন।
- **স্বাধীনতা:** অনেক মেকআপ শিল্পী নিজেরাই কাজ করে থাকেন, যা তাদের কাজে স্বাধীনতা দেয়।
- **সমাজিক যোগাযোগ:** মেকআপ শিল্পী হিসেবে আপনি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে কাজ করবেন এবং নতুন নতুন বন্ধু বানাবেন।
- **উচ্চ আয়ের সম্ভাবনা:** দক্ষ মেকআপ শিল্পীরা অনেক বেশি আয় করতে পারেন।

মেকআপ শিল্পী হওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- **প্রশিক্ষণ:** একটি ভাল মেকআপ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত।
- **পরিচয়:** নিজের কাজের নমুনা তৈরি করুন এবং সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে তা প্রচার করুন।
- **অভিজ্ঞতা:** বিভিন্ন ধরনের মেকআপের কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।
- **পরিচিতি:** মেকআপ শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি।
- **আত্মবিশ্বাস:** নিজের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া খুবই জরুরি।

মেকআপ কাজের সুযোগ কোথায়?

- **বিউটি স্যালুন:** বেশিরভাগ বিউটি স্যালুনে মেকআপ শিল্পীর চাহিদা থাকে।
- **ফ্যাশন হাউস:** ফ্যাশন শো, ফটোশুটের জন্য মেকআপ শিল্পীর প্রয়োজন হয়।
- **সিনেমা ও টেলিভিশন:** সিনেমা ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে মেকআপ শিল্পীর চাহিদা অনেক বেশি।
- **থিয়েটার:** থিয়েটারে মেকআপ শিল্পীদের কাজ থাকে।
- **বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠান:** বিবাহ, জন্মদিন, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে মেকআপ শিল্পীদের চাহিদা থাকে।
- **নিজস্ব ব্যবসা:** আপনি নিজেও একটি মেকআপ স্টুডিও খুলে ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

মেকআপ শিল্পীর ভবিষ্যৎ

মেকআপ শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সোশ্যাল মিডিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্সার মার্কেটিং, এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তার কারণে মেকআপ শিল্পীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

মেকআপ শুধু একটি কাজ নয়, এটি একটি কলা, একটি পেশা, এবং একটি জীবনযাপন। যদি আপনি সৃজনশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী হন, তাহলে মেকআপ শিল্প আপনার জন্য একটি চমৎকার কর্মক্ষেত্র হতে পারে।

৩.২. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা

মেকআপ শিল্পী হিসেবে সফল হতে হলে কেবল মেকআপ ব্রাশ ধরতে পারাই যথেষ্ট নয়। একজন মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে আপনার মধ্যে থাকতে হবে কিছু বিশেষ যোগ্যতা। আসুন জেনে নিই সেগুলো কী কী:

মৌলিক যোগ্যতা:

- **শৈল্পিক দক্ষতা:** মেকআপ শিল্পী হিসেবে আপনার মধ্যে শৈল্পিক দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরী। রং, আকার, এবং প্রতিসাম্যের উপর আপনার ভালো দখল থাকতে হবে।
- **সৃজনশীলতা:** প্রতিটি ক্লায়েন্টের চেহারা এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন মেকআপ লুক তৈরি করার জন্য আপনার মধ্যে সৃজনশীলতা থাকতে হবে।
- **ধৈর্য:** মেকআপ করা একটি ধৈর্যের কাজ। ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী তাদের মেকআপ করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা একটি ধৈর্যের কাজ।
- **সমন্বয় ক্ষমতা:** বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে কাজ করার জন্য আপনার মধ্যে ভালো সমন্বয় ক্ষমতা থাকতে হবে।
- **শারীরিক দক্ষতা:** দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য আপনার শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে।

প্রযুক্তিগত যোগ্যতা:

- **মেকআপ পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান:** বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্য, তাদের ব্যবহার এবং ত্বকের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে আপনার ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
- **মেকআপ টেকনিক:** বিভিন্ন ধরনের মেকআপ টেকনিক যেমন ফাউন্ডেশন, কনট্যুরিং, হাইলাইটিং, আইশ্যাডো, লিপস্টিক ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে।
- **ত্বকের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান:** বিভিন্ন ধরনের ত্বকের জন্য উপযুক্ত মেকআপ পণ্য এবং টেকনিক সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে।
- **স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান:** মেকআপ করার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী।

অন্যান্য যোগ্যতা:

- **ভাষা:** বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারলে আপনার কাজের সুযোগ বাড়বে।
- **সোশ্যাল মিডিয়া:** সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের কাজ প্রচার করা খুবই জরুরী।
- **আত্মবিশ্বাস:** নিজের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া খুবই জরুরী।
- **শিখতে ইচ্ছুক:** নতুন নতুন ট্রেন্ড এবং টেকনিক শিখতে আপনার মধ্যে আগ্রহ থাকতে হবে।

একজন সফল মেকআপ আর্টিস্ট হতে হলে আপনাকে নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করতে হবে। নতুন নতুন কোর্স করুন, অন্য মেকআপ আর্টিস্টদের কাজ দেখুন এবং নিজের কাজের উপর কাজ করুন।

৩.৩.মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ

একটি মেকআপ সেলুন শুধুমাত্র মেকআপের জায়গা নয়, এটি হল এক সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল। ক্লায়েন্টরা যখন কোন সেলুনে আসেন, তখন তারা শুধু মেকআপ করতে আসেন না, তারা একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে আসেন। এই অভিজ্ঞতাটিকে আরও স্মরণীয় করার জন্য একটি মেকআপ সেলুনের পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি আদর্শ মেকআপ সেলুনের পরিবেশের বৈশিষ্ট্য:

- **স্বচ্ছতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:**
    - সব সময় সেলুনটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখা জরুরী।
    - সব ধরনের সরঞ্জাম ও ব্রাশ নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

    - ফ্লোর ও দেয়াল সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।
- **আলো:**
    - সেলুনে পর্যাপ্ত আলো থাকা জরুরী।
    - নরম, উষ্ণ আলো ক্লায়েন্টদের আরামদায়ক করে তোলে।
    - মেকআপ করার সময় সঠিক আলোর ব্যবস্থা করা জরুরী।
- **সাজসজ্জা:**
    - সেলুনের সাজসজ্জা হওয়া উচিত আধুনিক, মনোরম ও আরামদায়ক।
    - দেয়ালে আর্টওয়ার্ক বা মিরর ব্যবহার করে সেলুনটিকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়।
- **গন্ধ:**
    - সেলুনে সুগন্ধি ব্যবহার করে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা যায়। তবে খুব তীব্র সুগন্ধি এড়াতে হবে।
- **সুরক্ষা:**
    - সেলুনে সব ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা জরুরী। যেমন: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রথম চিকিৎসা বাক্স ইত্যাদি।
- **স্বাচ্ছন্দ্য:**
    - ক্লায়েন্টরা যেন নিজেকে আরামদায়ক বোধ করে, সেজন্য সেলুনে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা জরুরী।
    - কমফোর্টেবল চেয়ার, ম্যাগাজিন, এবং টিভি থাকতে পারে।
- **গোপনীয়তা:**
    - প্রতিটি ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরী।
    - ক্লায়েন্টদের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব রাখা উচিত।

কেন একটি ভালো পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ?

- **ক্লায়েন্ট সন্তুষ্টি:** একটি ভালো পরিবেশ ক্লায়েন্টদের সন্তুষ্ট করে এবং তাদের আবার সেলুনে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করে।
- **ব্র্যান্ড ইমেজ:** একটি ভালো পরিবেশ সেলুনের ব্র্যান্ড ইমেজকে উন্নত করে।
- **কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা:** একটি ভালো পরিবেশ কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

৩.৪. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা

মেকআপ শিল্পী হিসেবে কাজ করার সময় স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। দিনের পর দিন বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করা, এবং মানসিক চাপের মধ্যে থাকা মেকআপ শিল্পীদের স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

মেকআপ শিল্পীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ সমস্যা

- **ত্বকের সমস্যা:** দিনের পর দিন বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পণ্যের সংস্পর্শে আসার ফলে ত্বকে অ্যালার্জি, চুলকানি, লালচে দাগ এবং অন্যান্য ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **শ্বাসকষ্ট:** কিছু মেকআপ পণ্যে থাকা রাসায়নিক পদার্থ শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে।
- **হাতের সমস্যা:** দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাশ ধরে কাজ করার ফলে হাতে ব্যথা এবং অন্যান্য ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **পিঠ ও ঘাড়ের সমস্যা:** দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে পিঠ ও ঘাড়ে ব্যথা এবং অন্যান্য ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **মানসিক চাপ:** ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করার সময় মানসিক চাপ অনুভূত হতে পারে।

মেকআপ শিল্পীরা কীভাবে নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারেন:

- **স্বাস্থ্যকর মেকআপ পণ্য ব্যবহার:** যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক এবং হাইপোঅ্যালার্জেনিক মেকআপ পণ্য ব্যবহার করুন।
- **স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা:** মেকআপ করার সময় সবসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ব্রাশ নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং হাত ধুয়ে নিন।
- **পর্যাপ্ত বিশ্রাম:** দিনের শেষে ভালো করে ঘুমিয়ে নিন।
- **সুষম খাদ্য:** সুষম খাদ্য খান এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন।
- **ব্যায়াম:** নিয়মিত ব্যায়াম করুন।
- **মানসিক চাপ কমানো:** যোগা, ধ্যান বা অন্য কোন উপায়ে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন।
- **নিয়মিত চেকআপ:** নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

মেকআপ সেলুন মালিকরা কীভাবে তাদের কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারেন:

- **স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ:** কর্মচারীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরামদায়ক কাজের পরিবেশ তৈরি করুন।
- **স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষা:** কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করুন।
- **নিয়মিত চেকআপের ব্যবস্থা:** কর্মচারীদের নিয়মিত চেকআপের ব্যবস্থা করুন।

- **স্বাস্থ্য বিমা:** কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করুন।

মেকআপ শিল্পী হিসেবে আপনি যদি নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেন, তাহলে আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় সফলভাবে কাজ করতে পারবেন।

সেলফ চেক (Self Check)- ৩: মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নির্দেশনা:- উপরোক্ত ইনফরমেশন শীট পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন-

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মেকআপ শিল্পের গুরুত্ব কী?
উত্তর:

২. মেকআপ শিল্পীর জন্য প্রধান যোগ্যতা কী কী?
উত্তর:

৩. মেকআপের কোন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে?
উত্তর:

৪. একটি মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশের বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর:

৫. মেকআপ শিল্পীরা কীভাবে নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেন?
উত্তর:

উত্তরপত্র (Answer Key)-৩: মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মেকআপ শিল্পের গুরুত্ব কী?
উত্তর: মেকআপ শিল্প একটি কলা, যা শিল্পীকে সৃজনশীলভাবে মানুষের মুখকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করে।

২. মেকআপ শিল্পীর জন্য প্রধান যোগ্যতা কী কী?
উত্তর: শৈল্পিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ধৈর্য, সমন্বয় ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৩. মেকআপের কোন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে?
উত্তর: বিউটি সেলুন, ফ্যাশন হাউস, সিনেমা, টেলিভিশন, থিয়েটার এবং বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে।

৪. একটি মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশের বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত আলো, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বসার ব্যবস্থা, এবং ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা রক্ষা।

৫. মেকআপ শিল্পীরা কীভাবে নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেন?
উত্তর: স্বাস্থ্যকর পণ্য ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা।

জব-শিট (Job Sheet) - ৩.১ : মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা করা

ধাপগুলি:

মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা লিখুন

শৈল্পিক দক্ষতা	
সৃজনশীলতা	
ধৈর্য	
সমন্বয় ক্ষমতা	
শারীরিক দক্ষতা	

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.১ : মেকআপ কাজের জন্য মৌলিক যোগ্যতা গুলো ধরন অনুযায়ী বর্ণনা করা

প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
১	কাগজ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
২	কলম	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

জব-শিট (Job Sheet) - ৩.২ : মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন

কাজের নাম	মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন
কাজের উদ্দেশ্য	এই টাস্ক শিটটি সম্পূর্ণ করার পরে, আপনি মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন
প্রয়োজনীয় পিপিই	
প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস	কাগজ, কলম
কাজের ধাপসমূহ/পদ্ধতি	১. একটি ৪ চেয়ার এর ছোট সেলুন এর এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে ভাবুন ২. নিম্নের চেকলিস্ট এ লিপিবদ্ধ করুন

নং	বিষয়	করণীয়
১	স্থান ব্যবহার	
২	আসবাবপত্র	
৩	আলো	
৪	রং ও সাজসজ্জা	
৫	স্বাস্থ্যবিধি	
৬	গোপনীয়তা	
৭	সুরক্ষা	
৮	সুগন্ধি	
৯	সঙ্গীত	

স্পেসিফিকেশন শিট (Specification Sheet)- ৩.২ : মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করুন

প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল:

ক্রম	ম্যাটেরিয়াল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	একক	পরিমাণ
৩	কাগজ	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১
৪	কলম	স্ট্যান্ডার্ড	সংখ্যা	০১

দক্ষতা পর্যালোচনা (Review of Competency)

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নির্দেশনা: নিম্নোক্ত দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলে কর্মদক্ষতা নিজেই মূল্যায়ন করবে এবং সক্ষম হলে **"হ্যাঁ"** এবং সক্ষমতা অর্জিত না হলে **"না"** বোধক ঘরে টিকচিহ্ন দিন।		
কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মানদন্ড	**হ্যাঁ**	**না**
১. মেকআপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে		
২. মেকআপের প্রারম্ভিক যুগের বিষয়সমূহ বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছে।		
৩. মেকআপকে সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম হয়েছে।		
৪. মেকআপের ধরণ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।		
৫. মেকআপের উৎস চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।		
৬. মেকআপ শিল্পীর মূলনীতি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।		
৭. মেকআপ কাজের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।		
৮. মেকআপ শিল্পীর যোগ্যতা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছে।		
৯. মেকআপ সেলুনের উপযুক্ত পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।		
১০. মেকআপ শিল্পী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।		

আমি (প্রশিক্ষণার্থী) এখন আমার আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে নিজেকে প্রস্তুত বোধ করছি।

স্বাক্ষর ও তারিখঃ

প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখঃ

সিবিএলএম প্রনয়ন

“মেকআপ শিল্পের ইতিহাস ব্যাখ্যা করণ” (অকুপেশন: মেকআপ আর্ট) শীর্ষক কমপিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটারিয়াল (সিবিএলএম) টি – জাতীয় দক্ষতা সনদায়নের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাহার কনসালটেন্টস লি: এর সহায়তায় প্যাকেজ SD-9C (তারিখ: ১৫ জানুয়ারী ২০২৪) এর অধিনে ২০২৪ এর আগষ্ট মাসে প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	পদবি	মোবাইল নম্বর ও ইমেইল
০১	সুরাইয়া বেগম	লেখক	০১৭২০৬৯৬৫৬১ suraiyabegum70@gmail.com
০২	জুলেখা শাহিন	সম্পাদক	০১৭১৬৪৯০৩৪৩ parthibgallery@gmail.com
০৩	খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান	কো – অর্ডিনেটর	০১৭৪০-৮৭৮৯৭ kmmhasan@gmail.com
০৪	মো: মোফাজ্জেল হোসেন	রিভিউয়ার	০১৭২২ ৮৭৫৫৩৯ nsda.mofajjel@gmail.com

রেফারেন্স

১. Freepik.com
২. Link
৩. web id
৪. ??